শাবজান সাহসী

শাবজান। ঢাকার চলচ্চিত্রে ভাগ্যান্বেষী এক নায়িকা। চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইচ্ছায় এসেছেন। কিন্তু ভাগ্যটা বোধহয় তাঁর পক্ষে কাজ করে না। তারপরও তিনি আলোচনায় এসেছেন নানাভাবে। কখনও স্টিল ক্যামেরার সামনে সাহসী পোজ দিয়ে। তারপরও তারকা নায়িকার মর্যাদা পাননি। মান্নার মতো অভিজ্ঞ নায়কের বিপরীতে অভিনয় করেও ক্যারিয়ার গড়তে পারেননি তিনি। তার অভিনীত ছবি সেই অর্থে ব্যবসাসফল হয়নি। ফলে, খানিকটা হতাশা গ্রাস করেছে তাঁকে। তবে আশা ছাড়েননি। এখনও আশায় বুক বেঁধে আছেন চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের।

আবারও অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছেন শাবজান। আগামীকাল তাঁর 'টাইম নাই' ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে। এ ছবি নিয়ে তিনি দারুণ আশাবাদী। এ ছবির মাধ্যমে তাঁর ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরে যাবে। দর্শক গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। সম্প্রতি কথা হয় এই সাহসী, আশাবাদী শাবজানের সঙ্গে।

ঃ চলচ্চিত্রে অভিষিক্ত হওয়ার আগে নির্মাতারা আপনাকে নিয়ে আশাবাদী ছিলেন। আপনার কি মনে হয় সেই আশার প্রতিফলন ঘটেছে?

– না। কিছুই ঘটেনি।

ঃ এর পিছনে কারণ কি?

–আসলে আমি ফিল্মে লেগে থাকিনি। তার ওপর আমার ধৈর্য কম। পড়াশোনা শেষ না করেই ফিল্মে এসেছিলাম ক্যারিয়ার গড়তে। কিন্তু সঠিক প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে ক্যারিয়ার পরিচালনা করিনি। হয়তো কিছু ভুল ছিল।

ঃ কিন্তু অভিযোগ রয়েছে– আপনি কাজের প্রতি আস্থাশীল নন?

–চলচ্চিত্রে অভিনয়কে আমি পেশা হিসাবে নেইনি। ফিল্মের ওপর নির্ভরশীলও ছিলাম না। তবে শখের জন্য হলেও কাজের ক্ষেত্রে আস্থাশীল থাকার চেষ্টা করেছি। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো– আমি ফিল্মের "ব্যাড পলিটিক্সের" সঙ্গে যুক্ত হইনি। হয়তো এ কারণেই আমার ক্যারিয়ার আশাতীত পর্যায়ে যায়নি।

ঃ তাহলে কি আপনি স্বীকার করবেন– চলচ্চিত্রে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন?

– তা মানতে রাজি নই। প্রত্যেকের ক্যারিয়ারেই কিন্তু উত্থান-পতন আছে। এখন হয়তো আমার ক্যারিয়ার কিছুটা স্থবির। তার মানে এই নয় যে, আমি ব্যর্থ হয়েছি কিংবা আমাকে দিয়ে হবে না।

ঃ কিন্তু আপনার কোন ছবি তো ব্যবসায়িক সফল হয়নি?

–আমার জানা মতে সব ছবিই ব্যবসায়িকভাবে ব্যর্থ হয়নি। ব্যবসা সফল ছবিও আমি উপহার দিয়েছি। কিন্তু ফিল্মে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য কারও গাইডেন্স কিংবা পারিপার্শ্বিক সহযোগিতা পাইনি। নিজে নিজেই ক্যারিয়ার পরিচালনা করেছি। তাছাড়া আমার ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হয়নি।

এই ক্যারিয়ার নিয়ে এখন আমি সিরিয়াস। আবার ফিল্মে ব্যস্ত হতে চাই। বলতে পারেন, শূন্য থেকে শুরু করছি। ইন্ডাস্ট্রি'র লোকজনের সঙ্গে যে গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছিল, তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। পরিচিতজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

ঃ এতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন?

–অনেক ছবির অফার এসেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ছবি সাইন করিনি।

ঃ কেন?

–বর্তমানে চলচ্চিত্রে অস্থিরতা বিরাজ করছে। যেসব ছবির অফার আসছে, সেগুলোর চরিত্র পছন্দ হচ্ছে না। শুধু শুধু একটি ছবিতে অলঙ্কার চরিত্রে অভিনয় করে লাভ কি?

ঃ ইদানিং তো আপনি টিভি মিডিয়ায়ও কাজ করছেন। এই মিডিয়ায় কি নিয়মিত কাজ করতে চাইছেন?

–'জীবনের কত রং' এবং 'গ্রহণ' নামের দু'টি সিরিজ নাটক প্রচার হয়েছে। আরও দু'টি নাটকে অভিনয় করেছি। নাটকে অভিনয় করাটা আমার নিজের তৃপ্তির জন্য। কারণ, চারটি নাটকেই আমি অভিনয় করেছি সুন্দর, পছন্দনীয় চরিত্রে। এর পিছনে অন্য কোন কারণ নেই। আমার টার্গেট ফিল্মেই প্রতিষ্ঠা পাওয়া।

ঃ এবার একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসি। কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল আপনি বিয়ে করে আমেরিকায় চলে যাবেন। এর সত্যতা কতটুকু?

–এটি নিছকই গুজব। আমি এখনই বিয়ে করব না। যাক না কিছুদিন। তারপর ভাবা যাবে। আর আমেরিকায় আমি যাচ্ছি না। ছোটবোন ইভাকে পাঠানোর চেষ্টা করছি।

ঃ আপনি ব্যবসায় নেমেছেন– এটা কি ঠিক?

–ব্যবসায় আমি নামিনি। ছোট ভাই আবির ব্যবসা করছে। সাভারে আমাদের জায়গায় একটি পোলট্রি ফার্ম দিয়েছে আবির। সময় পেলে আমি সেখানে মাঝে-মধ্যে যাই।

ঃ শেষ প্রশ্ন। আপনার ক্যারিয়ার যদি বেগবান হয়ে ওঠে, তাহলে ভবিষ্যতে নিজেকে কোন্ অবস্থানে দেখতে চান?

–নিজেকে দেখতে চাই একজন জনপ্রিয় নায়িকা হিসাবে।

তুষার আদিত্য